

মোস্তফা সাহেব মচকাবেন কিন্তু ভাঙ্গবেন না

খোরশেদ আলম চৌধুরী
ইউ, এস, এ

মোস্তফা সাহেবের একটা বাতিক বা মুদ্রাদোষ আছে তা’হল চটকরে কাউকে আওয়ামীলীগার অথবা মুজিব বাহিনী আখ্যা দেওয়া। কান টানলে যে রূপ মাথা আসে সেরূপ একাত্তরের স্বাধীনতার কথা বলতেই চলে আসে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামীলিগের কথা; আর অমনি যদি কেউ বক্তাকে একজন আওয়ামীলীগার বা মুজিব বাহিনী আখ্যা দিয়ে ফেলে তবে তাকে মুদ্রাদোষে দুষিত বলা উচিত বটে। আমি কোনকালেও আওয়ামীলীগার ছিলামনা বা মুজিব বাহিনীতে যোগ দেই নাই; তবে আমি একজন মুজিব ভক্ত তা’গর্বের সঙ্গেই স্বীকার করব। সর্বপরি আমি একজন সত্যের ভক্ত তা’ই একাত্তরের ইতিহাস বিকৃতি দেখলেই তাকে চলেঞ্জ করতে ইচ্ছে হয়, কারণ আমার চোখের সামনে যা ঘটেছে তার বিকৃতি কি করে সহ্য হয়!

ঠিক কোন মহৎ উদ্দেশ্যে মোস্তফাসাহেব মুক্তিযুদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করছেন তা’ বুঝা গেলনা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যদি একটি বড় গাছ হয়, তা’হলে সেই গাছের কাণ্ডটি ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং গাছের ঢাল-পালা-পাতা-ফল-ফুল ছিল সকল মুক্তিযুদ্ধারা। কেউ যদি বলে-“গান্ধী ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা এনেছিল” তা’হলে একজন বোকাও প্রশ্ন করবে না যে গান্ধী একা কিতাবে স্বাধীনতা এনেছিল? কারণ গান্ধীত একটি বুলেটও ছুঁড়ে নাই! মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান এনেছিলেন, জর্জয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা এনেছিল, হোচি মিন বিয়েৎনামের স্বাধীনতা এনেছিল বললে কি কেউ এটাই বুঝবে (মাথায় কোন গন্ডগোল বা কুবুদ্ধি না থাকলে) যে ঔসব নেতারা একা যুদ্ধকরে দেশের স্বাধীনতা এনেছিল? এটি কেমন প্রশ্ন? এখন আমি যদি বলি “জর্জবুশ ইরাক আক্রমণ করেছে” তবে মোস্তফা সাহেব অবশ্যই তেঁরে এসে বলবেন, “জর্জবুশ একটি বুলেটও ছুঁড়ে না, সে কি করে ইরাক আক্রমণ করল?” সত্যি সেলুকাশ, কত রকম খোড়া যুক্তি বঙ্গবন্ধুকে হেয় করার জন্য!

একটি দেশের স্বাধীনতা কোন একক ব্যক্তি এনেছে এমন আজগুবি গল্প কেউ কোন দিন কোথাও শুনেছে? একটি জাতির স্বাধীনতার জন্য থাকে শতশত নেতা, পাতি নেতা এবং লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা এবং এসকলের উপরে থাকে মাত্র একজন অবিস্মৃতিত নেতা, যে দিয়ে থেকে এ পুরো স্বংগ্রামের আসল নেতৃত্ব বা প্রেরণা। বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব ঠিক সে নেতৃত্বটিই একাত্তরে দিয়েছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তা’হলে জনাব ছগীর আলী যদি বলেন, “শেখমুজিব বাংলার স্বাধীনতা এনে ভুল করেছিল”, তা’হলে কি খুব মস্তবড় ভুল হবে? ছগীর সাহেবত তার চাচাকেও বলেছে স্বাধীনতা এনে ভুল করেছে! তার মানে কি এটাই দাড়াই যে ছগীরের চাচা একাই স্বাধীনতা এনেছিল? কি মুস্কিল এইসব অবুঝ বাঙ্গালীদেরকে নিয়ে!

কেউকি কখনও বলেছে যে শেখমুজিব একাই স্বাধীনতা এনেছিল? অথবা লক্ষলক্ষ মুক্তিযুদ্ধাদের কৃতিত্ব কি কেউ অস্বীকার করেছে? কিন্তু এইমুক্তিযুদ্ধাদের একটি সিম্বলিক নেতা বা প্রেরণার উৎস ছিল! সেটা কে ছিল মোস্তফা সাহেব? বলবেন কি দয়া করে? কোন নেতাবিহীন মুক্তিযুদ্ধারা যুদ্ধকরেছিল? হঠাৎ করে কি কারণে বাঙ্গালীদের দেশপ্রেম উতলে উঠল বলবেন কি? বঙ্গবন্ধুর অবদানের সম্মান দিলে বুঝি মুক্তিযুদ্ধাদেরকে খাট করা হয়? এযুক্তি কোথায় পেয়েছেন আপনি? আমার ২৬টি প্রশ্নের উত্তর আপনি দেননি। এই ২৬টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল মাত্র একটি।

তা’হলো—‘একাত্তরে বাংলার দামাল ছেলেরা এক মহান নেতাক কেন্দ্র করে, মহান নেতাকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে ছিল।’ আর সেজন্যই বাঙ্গালীরা তাদের নেতাকে তার অবর্তমানেও অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিল। আমার ২৬টি প্রশ্নের উৎস ঠিক

এখানেই। বঙ্গবন্ধুর জায়গায় আর কাউকে বসানোর কোন সুযোগই ছিল না। আপনি মুক্তিযুদ্ধাদের দেশপ্রেমের যুক্তি দিচ্ছেন, দেশপ্রেম থাকলেই কি একটা দেশে অমনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়? একাত্তরের পূর্বে বাঙ্গালীদের দেশপ্রেম কোথায় ছিল?

জনাব মোস্তফা সাহেবের অদ্ভুত আচরনে আমরা অবাক। তিনি একবার বলছেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান নাই, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য চাতকের কাকের ন্যায় বসে ছিলেন। আবার এখন বলছেন, “দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে শেখমুজিব ছাড়া কল্পনা করা যায় না।” মুক্তিলাভ হয়েছে লোকেরা কোনটা বিশ্বাস করবে? মোস্তফা সাহেব একের পর এক অসত্য তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বে বলেছেন কিছু অসত্যকথা যাহা জনাব জাফরুল্লাহ সাহেব প্রতিবাদ করেছেন। এখন আবার তিনি বলছেন, (১) একাত্তরে শেখমুজিব সারেসাতকুটি কম্বল পেয়েছিলেন, এবং (২) মেজর জিয়া ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন! কিন্তু আমরা জানি মেজর জিয়া চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন ২৭শে মার্চ; যে জন্য বি,এন,পি অনেক চেষ্টা করছে ২৭শে মার্চকে স্বাধীনতার দিন ধার্য্য করতে। সারে সাতকুটি কম্বল? তারমানে ৭৫মিলিয়ন কম্বল! হুঃ। মোস্তফা সাহেব কি দয়াকরে বলবেন এই বিপুল পরিমাণ কম্বল কোন দেশ দিয়েছিল? এত কম্বল আনতে হলে দশটি বড় জাহাজ লাগবে, সে জাহাজ গুলো কোন বন্দরে ভিড়েছিল? একাত্তরে বা বাহাত্তরে চিটাগাং পোর্ট সম্পূর্ণ ধংশপ্রাপ্ত ছিল যুদ্ধের কারণে; জাহাজ সেখানে মোটেই ভিরতে পারেনা। তা’হলে কম্বলগুলো কি ভাবে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল? তা’ছাড়া, একাত্তরে আমেরিকাসহ সারা পশ্চিম ইউরোপ, সারা Middle east দেশগুলো সাবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধে ছিল। এত কম্বল বাঙ্গালীদের কোন বন্ধু দিয়েছিল, দয়াকরে বলবেন কি মোস্তফা সাহেব?

অমি জানি সেসময় বাঙ্গালীর গুটিকয়েক বন্ধুদেশ যেমন সোবিয়েট রাশিয়া, ইন্ডিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কমুনিষ্টদেশ গুলো। আমেরিকাত তখন বাংলাদেশ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট হয়ে যাবে সে ভয়ে শেখমুজিব কে **unclean বাঁশ দেওয়ার** তালে ছিল! ষড়যন্ত্র করে গমের জাহাজ না পাঠিয়ে বাংলাদেশে famine ঘটিয়েছিল। সে কথা সারা দুনিয়া জানে। আমাদের আরব মুসলিম ভাইরাত তখন বাঙ্গালীদেরকে হিন্দু বলে **মোটা বাঁশ দেওয়ার** তালে ছিল। তা’হলে প্রশ্ন হলো কে দিয়েছিল সারে সাতকুটি কম্বল? সারে সাতকুটি কম্বলের আজগুবি গল্পটি কোথায় শুনেছেন জানতে পারি কি? আমিত শুনেছিলাম মাত্র ১০হাজার মোটা কম্বল দিয়েছিল রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো মিলে।

বাংলাদেশে এত রিলিফ কোথেকে এসেছিল বলবেন কি মোস্তফা সাহেব? পচাত্তরের বঙ্গবন্ধু এবং তার সকল সহযোগী নেতাদেরকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে কত কুটি টাকা খুজে পেয়েছিল দেশে-বিদেশের ব্যাঙ্কে সেসব নেতাদের একাউন্টে? বঙ্গবন্ধুর ব্যাঙ্ক একাউন্টে মোট ১২ হাজার বাংলাদেশী টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এই ১২ হাজার টাকা সম্ভবত কম্বল বিক্রির টাকা? বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালীদেরকে কিছুই দিতে পারে নাই? আমার পরের লেখায় বলতে চেষ্টা করব বঙ্গবন্ধু কি দিয়েছিলেন বাঙ্গালীকে মাত্র সারে তিন বৎসরের শাসনে।

আসলে বাঙ্গালীজাতির স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অবদান এবং সাফল্য এত বেশি যে বঙ্গবন্ধুর শত্রুরা বারবার ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টাকরেও শেম্পর্জন্ত তাদের পিছিয়ে যেতে হয়। কারণ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্য এত বেশী বা এত বিশাল যে তাকে বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলেও জায়গা করতে অসুবিধা হয়। প্রফেট মোহাম্মদকে বাদ দিয়ে যেমন ইসলামের কথা বলা যায় না, গান্ধীকে বাদ দিয়ে যেমন ভারতের স্বাধীনতার কথা বলা যায় না, জিন্মাকে বাদ দিয়ে যেমন পাকিস্তানের সৃষ্টির কথা বলা যায় না, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে আলোচনা করাও অসম্ভব। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে কিছুদিন ঢেকে রাখা সম্ভব; কিন্তু ইতিহাস একদিন সত্যকে মিথ্যার আবর্জনার স্তূপ থেকে টেনে বেড় করবেই।

জনাব মোস্তফা কামালকে আমার অনুরোধ, অসত্য তথ্য নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করে সময় নষ্ট করবেন না। একাত্তরের ইতিহাসের সঠিক খবর জেনে তবে লিখবেন। কারণ, অসত্য কথা কচলাতে থাকলে আপনি ‘সত্যের সন্ধানে’ পৌছবেন কি ভাবে? আমাদের দুর্ভাগ্য যে ৩৩ বৎসর পরেও আমাদের কে এসব পুরোন ইতিহাস নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। কারণ কিছু স্বার্থপর বাঙ্গালী একাত্তরের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃতি করে উলট-পালট করে দিয়েছে। তাইত আজ আমাদের এসব তর্কবিতর্ক। ফলে হয়েছে, আমাদের Young generation মিথ্যার সাগরে ঘুরপাক খাচ্ছে। এটা কোন জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা এসব অবাস্তব প্রশ্ন তুলে (বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চেয়ে ছিলেন না প্রধান মন্ত্রিত্ব চেয়েছিলেন) একাত্তরের সেই গৌরবময় ইতিহাসকে আর ঘোলাটে করবেন না। মুক্তিযুদ্ধের গাছের কাণ্ডকে তার ঢাল-পালা থেকে আলাদা করবেন না; তা’হলে গাছের কাণ্ড এবং ঢাল-পালা দুটোই মরে যাবে। যেভাবে জিবন বাজী ধরে বিএনপির চামচারা ইতিহাস বিকৃতি করছে তাতে মনে হচ্ছে—আমাদের (যারা প্রত্যক্ষদর্শী) মৃত্যুর পরে ভবিষ্যত জেনারেসন যেই ইতিহাস খুঁজে পাবে তাতে লেখা থাকবে—যে একাত্তরে গোলাম আজমের নেতৃত্বে সকল রাজাকারেরা মুক্তিযুদ্ধ করে ভারতের হাত থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল।

আর একটি কথা মনে রাখবেন, মুক্তিযুদ্ধাদেরকে সম্মান করতে হলে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান করতে শিখুন। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধাদের অস্তিত্ব একাত্তরে চিন্তাও করা যায় না। তার মানে এ নয় যে মুক্তিযুদ্ধাদের ছোট করা হলো। ভেবে দেখবেন, বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই একাত্তরের মুজিব নগরে বাঙ্গালীর অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গড়ে উঠেছিল বলেই বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধের, সাহস, শক্তি, মনবল, অস্ত্রসম্পদ, খাবার, পোষাক এবং আন্তর-জাতিক সাপোর্ট পেয়েছিল এবং তার জন্যই দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিল। ধন্যবাদ।